প্রথম আলো

তারিখ ... 12 MAR 2005
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

নিখোঁজের তিন দিন পর শিশুর লাশ মিলল ডোবায়

কলেজছাত্রীর লাশ উদ্ধার
দুই কারাবন্দীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর গতকাল বুধবার পাঁচ বছরের শিশু হাসান পাটোয়ারীর লাশ পাওয়া গেছে রাজধানীর পল্লবীর বাউনিয়া বাঁধের একটি ডোবায়। সে বাউনিয়া বাঁধের কলাবাগান বস্তিতে থাকত।

শিশুটির স্বজনেরা অভিযোগ করেন, পূর্ববিরোধের জের ধরে স্থানীয় যুবক সেলিম তাকে হত্যার পর লাশ ডোবায় ফেলে দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সেলিম পলাতক। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

শিশুটির বাবা সবুজ পাটোয়ারী বাসচালক। তিনি জানান, হাসানের মা হনুফা বেগমের সঙ্গে কয়েক মাস আগে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। হাসান হনুফার সঙ্গে বাউনিয়া বাঁধের কলাবাগান বস্তিতে থাকত। গত রোববার রাতে হাসান ঘর থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয়। বিভিন্ন স্থানে খুঁজেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। গতকাল বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় লোকজন বাউনিয়া বাঁধের ই-ব্লকে মহিলা মাদ্রাসার পাশের ডোবায় হাসানের লাশ ভাসতে দেখে। লাশ একটি বাঁশের সঙ্গে বাঁধা ছিল। পরে পল্লবী থানার পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়। তার মাথায় জখমের চিহ্ন রয়েছে।

সবুজ আরও জানান, বখাটে সেলিম হনুফাকে উত্ত্যক্ত করত। সেলিম তাঁর বড় ক্ষতি করার হুমকিও দিয়েছিল। এ কারণে সবার ধারণা, সেলিমই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

শিশুটির নানা হাবিব মিয়া অভিযোগ করেন, সেলিম এলাকায় চোর হিসেবে পরিচিত। দুই মাস আগে হনুফা তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেন। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সেলিম শিশুটিকে হত্যা করেছে।

পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ জিয়াউজ্জামান জানান, স্বজনদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। **ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার:** গত মঙ্গলবার রাতে পুলিশ মিরপুর ১ নম্বরের বড়বাগের বাসা থেকে ইতি রানী শর্মা (১৯) নামে এক কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। সে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। ইতির বড় বোন জয়শ্রী রানী শর্মা জানান, ইতি তাঁর বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি সবার অগোচরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ঠাকুরগাঁওয়ে। বাবার নাম খগেন চন্দ্র শর্মা।

মিরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান জানান, স্বজনেরা ঘটনাটি আত্মহত্যা বললেও কোনো কারণ জানাতে পারেননি। ময়নাতদন্তে তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

দুই কারাবন্দীর মৃত্যু: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দুই বন্দী মারা গেছেন। এঁদের মধ্যে ফরহাদ মণ্ডল (৩৮) হাজতি ও চান মিয়া (৬০) কয়েদি। কারা সূত্র জানায়, গতকাল সকাল সাড়ে সাতটার দিকে হাজতি ফরহাদকে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি যাত্রাবাড়ী থানার হত্যাসহ দুটি মামলার আসামি ছিলেন। গত বছর যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

সুরতহাল প্রতিবেদনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন সুলতানা উল্লেখ করেন, ফরহাদ শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। গতকাল কারাগারে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়।

কয়েদি চান মিয়াকে ৩ মার্চ ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন সুলতানা উল্লেখ করেন, বিভিন্ন সময়ে অসুস্থতার কারণে চান মিয়াকে এর আগেও ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছিল। ৩ মার্চও তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল।